পুষ্পাক্ষের উপর পুষ্পপত্রের সন্নিবেশ:-

বৃতি, দলমন্ডল, পুংস্তবক এবং স্ত্রীস্তবক বিভিন্নভাবে পুষ্পাক্ষের উপর অস্থিত থাকে। গর্ভাশয়ের অবস্থানের সাথে নীচের তিনটি স্তবকের অবস্থান বিবেচনা করে ফুলগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়— এগুলি হল —

(A) • গর্ভপাদ পুষ্প (Hypogynous flower):

যখন গর্ভাশয় পুষ্পাক্ষের শীর্ষে অবস্থান করে এবং পুংস্তবক, দলমন্ডল ও বৃতি ক্রমান্বয়ে এবং আলাদাভাবে গর্ভাশয়ের নীচে অস্থিত থাকে, তখন ওই ফুলকে গর্ভপাদ পুষ্প বলে।

eg → Hibiscus rosa-sinensis

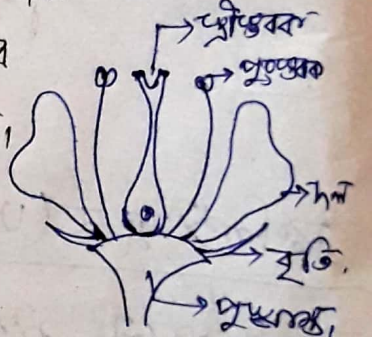

(B) গর্ভশীর্ষ পুষ্প (Epigynous flower):

এই ধরনের পুষ্পাক্ষটির প্রান্তদেশ গর্ভাশয়কে সম্পূর্ণভাবে আবৃত রাখে ও যুক্ত থাকে। সুতরাং বৃতি, দলমন্ডল, এবং পুংস্তবক গর্ভাশয়ের উপর অবস্থান করে। তখন এই ফুলগুলিকে গর্ভশীর্ষ পুষ্প বলে।

Scanned with CamScanner

eg→ *Cucurbita maxima*

(c) মধ্যবর্তী পুষ্প (Perigynous flower):

যখন পুষ্পাক্ষটি সমতল অথবা কাপের মতো অবতল গঠন, যেখানে গর্ভাশয় কেন্দ্রে অবস্থান করে কিন্তু শীর্ষে অবস্থান করে না, অন্যান্য স্তবকগুলি সমতল অথবা কাপের মতো অবতল পুষ্পাক্ষের প্রান্তদেশে যুক্ত থাকে, তখন ওই ফুলকে মধ্যবর্তী পুষ্প বলে।

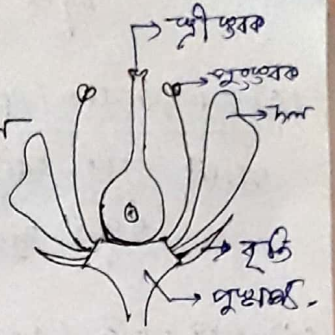

eg→ *Pisum sativum*

বৃতি (calyx):

বৃতি হল ৪ টি পুষ্প স্তবকের সর্ববহিঃস্তবক। বৃতির এক একটি অংশকে বৃত্যংশ (sepals) বলে,

যখন বৃতির নীচে অতিরিক্ত একটি অংশ বর্তমান থাকে তখন ওই অংশটিকে Epicalyx বা উপবৃতি বলে।

ফুলের বৃতির প্রতিটি বৃত্যংশ একই আকৃতিবিশিষ্ট হয়, তাদের সমাঙ্গ বৃত্যংশ বলে, অন্যদিকে বৃত্যংশগুলি ভিন্ন আকৃতিবিশিষ্ট হলে তাদের অসমাঙ্গ বৃত্যংশ বলে,

বৃতির বৃত্যংশগুলি পরস্পর মুক্ত থাকলে তাকে বলে মুক্তবৃতি (Polysepalous). eg→ *Brassica nigra.*

বৃতির বৃত্যংশগুলি পরস্পর যুক্ত থাকলে তাকে বলে যুক্তবৃতি (Gamosepalous)., eg→ *Datura metel* .

বৃতির রূপান্তর (Modifications of calyx):

কোনো কোনো সময় বৃতি বিভিন্নভাবে রূপান্তরিত হয়, সেগুলি হল —

(a) রোমবৃতি (Pappus): যখন বৃতি রূপান্তরিত হয়ে একগুচ্ছ রোমে পরিণত হয়, তাদের রোম বৃতি বলে।

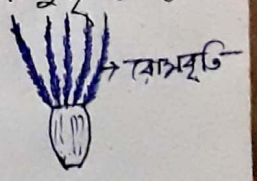

eg→ *Tridax procumbens.*

(b) দলসদৃশ বৃতি (Petaloid): যখন বৃতি বা বৃত্যংশ রূপান্তরিত হয়ে দল বা দলাংশের মতো (পাপড়ির মতো) গঠনে পরিণত হয় তাদের দলসদৃশ বৃতি বলে।

Scanned with CamScanner

eg → *Mussaenda frondosa*.

(c) **কন্টক বৃতি (Spinous):**

যখন বৃতি কাঁটায় রূপান্তরিত হয় তাকে কন্টক বৃতি বলে।

eg → *Trapa bispinosa*.

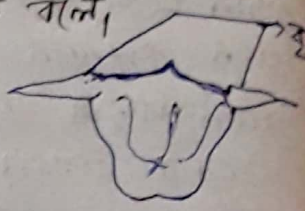

(d) **স্পার বৃতি (Spurred):**

যখন বৃতি রূপান্তরিত হয়ে নলাকার বা চোঙের মতো গঠন সৃষ্টি করে, তাকে স্পার বৃতি বলে।

eg → *Impatiens balsamina*.

(e) **আবরন বৃতি (Hooded):**

যখন বৃতি রূপান্তরিত হয়ে ফুলকে সম্পূর্ন আবৃত করে রাখে, তখন ওই রূপান্তরিত অংশটিকে হুড (Hood) বলে এবং হুড সমন্বিত বৃতিকে আবরন বৃতি বলে।

eg → *Aconitum napellus*.

পুষ্পের সঙ্গে বৃতির সংযোগের স্থিতিকাল:

ফুলের সঙ্গে বৃতির সংযোগের স্থিতিকালের উপর ভিত্তি করে, বৃতি 3 ধরনের হয় —

(i) **Caducous (আশুপাতী):**

এইক্ষেত্রে ফুল ফুটতে শুরু করলে অর্থাৎ ফুল সম্পূর্ন ফোটার আগেই বৃতি ঝরে যায়।

eg → *Papaver somniferum*.

(ii) **Deciduous (বৃতিপাতী):**

এইক্ষেত্রে ফুল সম্পূর্ন ফোটার পর বৃতি ঝরে যায়।

eg → *Brassica nigra*.

Scanned with CamScanner

(iii) **Persistent:**

এইক্ষেত্রে ফুল ফলে পরিনত হওয়ার পরেও বৃতি ঝরে পড়েনা এবং ফলের সাথে আজীবনের • যুক্ত থাকে।

এই প্রকৃতির বৃতি দু প্রকারের —

(i) **Marcescent:**

এই ধরনের বৃতি ফলের সাথে আজীবন যুক্ত থাকে কিন্তু ফলের বৃদ্ধি হলেও বৃতিগুলির বৃদ্ধি হয়না।

eg → *Lycopersicum esculentum*

(ii) **Accrescent:**

এই ধরনের বৃতি ফলের সাথে আজীবন যুক্ত থাকে এবং ফলের বৃদ্ধির সাথে সাথে বৃতিরও বৃদ্ধি হয়।

eg → *Cocos nucifera*

Scanned with CamScanner